ভোরের কাগজ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

SEP 12 2002

শামসুন্নাহার হল : অনেক নাটকের মধ্য দিয়ে মিথ্যা মামলার অবসান

লিটন হায়দার : প্রায় আড়াই মাস পর গতকাল বুধবার বহু প্রশ্নের মধ্য দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলের ২৩৫ নম্বর কক্ষের ঘটনা নিয়ে রমনা থানায় দায়েরকৃত মামলা নাটকের যবনিকাপাত ঘটেছে। বাদী নিয়মানুযায়ী আদালতে আবেদন না করে থানায় মামলা প্রত্যাহারের আবেদন করার পর থানা পুলিশ তড়িঘড়ি করে ফাইনাল রিপোর্ট প্রদানের মধ্য দিয়ে মামলাটির স্বাভাবিক পরিসমাপ্তির পথ পরিষ্কার করে। উল্লেখ্য, তদন্ত কমিশন এই মামলাটি মিথ্যা হিসেবে উল্লেখ করেছে এবং গতকাল বাদীর আবেদনের উল্লেখ করা বক্তব্যে আবারো প্রমাণিত হয়েছে যে মামলাটি পুরোপুরি সাজানো ছিল। আইনজীবীদের মতে, এই মামলার কারণে বাদীকে দণ্ডবিধির ২১১ ধারায় অভিযুক্ত

● এরপর-পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

এপি। যায়। সরকার।

শামসুন্নাহার হল : অনেক নাটকের মধ্য দিয়ে

● প্রথম পাতার পর

করা যেতে পারে। যার শাস্তি ২ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড।

শামসুন্নাহার হলের ২৩৫ নম্বর কক্ষের ছাত্রী জান্নাতুল কানন রমনা থানায় ২৩ জুলাই একটি অভিযোগ দায়ের করেন। এতে হলের তৎকালীন প্রভোস্ট সুলতানা শফিসহ ১৮ জনের বিরুদ্ধে হত্যার চেষ্টা, ছিনতাই, ভাঙচুর, মারধরের অভিযোগ আনা হয়। (মামলা নম্বর ১০১ তারিখ ২৩-৭-০২)। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় রমনা থানার সাবইন্সপেক্টর পারুল খাতুনকে। এই মামলা দায়েরের পর বেশ তোলপাড় শুরু হয়। শামসুন্নাহার হলে গভীর রাতে পুলিশি হামলার নিন্দার পাশাপাশি এই মামলা নিয়েও সর্বত্রই নিন্দার ঝড় ওঠে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেদিনের ঘটনা নিয়ে সরকার একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করে। এই কমিশন দীর্ঘ তদন্ত করে জান্নাতুল কাননের দায়েরকৃত মামলা সম্পর্কে রিপোর্টে বলেছে, রমনা থানার ১০১ নম্বর মামলার তারিখ ২৩/৭/০২-তে বর্ণিত শামসুন্নাহার হলের ২৩৫ নম্বর কক্ষে সন্ধ্যা ৭টার ঘটনা মিথ্যা। তাছাড়া সেদিন রাত ১০টা ৪০ মিনিটে ঐ মামলাটি রুজু করা হয়নি এবং ২৩/৭/০২ তারিখ ৯টা ৪৫ মিনিটে ১০১ নম্বর মামলাটি ছিল শেষ মামলা যেটা দায়ের করা হয় রাত ১টা ৪৫ মিনিটে। এই মামলার অভিযোগ ২৩৫ নম্বর কক্ষের আবাসিক ছাত্রী এবং ২য় বর্ষের অধ্যয়নরত জান্নাতুল কাননকে দিয়ে লেখানো হয় এবং আগের দিন রাত ১০টা ৪৫ মিনিটে রুজু বলে দেখানো হয়। তদন্ত কমিশন রিপোর্টে উল্লেখ করেছে, ২৩৫ নম্বর কক্ষে কোনো মারামারি হয়নি যা ছাত্রদল নেত্রী লিলি ও কাননের সাক্ষ্য থেকে প্রমাণিত হয় এবং আন্দোলনরত ছাত্রীদের সাক্ষ্যমতে লিলিই জানালার কাচ ভেঙে চিৎকার করে মোবাইলে সেটা বাইরে জানিয়ে একটা অজুহাত সৃষ্টি করে। যাতে পুলিশ ২৩৫ নম্বর কক্ষে এসে ছাত্রদলের মেয়েদের প্রটেকশন দিতে পারে। কারণ সেই কক্ষে অস্ত্র ছিল এবং লুসি, শান্তা বের হয়ে গেলে অস্ত্র রাখার ঘটনা ফাঁস হয়ে যেতো। তদন্ত কমিশনের এই রিপোর্টের পর রমনা থানা পুলিশ কাননের দায়েরকৃত মামলা নিয়ে বেশ বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে পড়ে। তদন্ত কমিশনের রিপোর্টের পর মামলার ভবিষ্যৎ নিয়ে সে সময় রমনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাংবাদিকদের বলেছিলেন, 'উপরের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছি।'

এদিকে ৩ সেপ্টেম্বর তদন্ত কমিশন রিপোর্ট জমা দেওয়ার প্রায় এক সপ্তাহ পর গতকাল বুধবার সকালে আলোচিত এই মামলার বাদী জান্নাতুল কানন সশরীরে রমনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে গিয়ে একটি আবেদন জমা দেন। আবেদনে কানন বলেন, গত ২৩ জুলাইয়ের সৃষ্ট ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমি এবং আমার রুমের অন্য সহপাঠীরা অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিলাম। এমতবস্থায় আমাদের নিরাপত্তার কথা উপস্থিত শিক্ষক এবং পুলিশ অফিসারকে জানালে তারা একটি লিখিত অভিযোগ লিখতে বলেন। শুধুমাত্র আমাদের নিরাপত্তার জন্য তাদের পরামর্শ মোতাবেক এই অভিযোগ করা হয়। ব্যক্তিগতভাবে কাউকে হয়রানি করার কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। এ ব্যাপারে বিচার বিভাগীয় তদন্তের প্রতীক্ষায় থাকি আমরা। রমনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বলেন, তদন্তের পর এবং বর্তমান প্রেক্ষাপট অনুযায়ী বাদী হিসেবে কানন মামলাটি চালাতে ইচ্ছুক নয় হেতু স্বজ্ঞানে এবং শর্তহীনভাবে অভিযোগ প্রত্যাহারের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে আবেদনে উল্লেখ করেছেন। গতকাল সকাল ১০টায় কানন নিজ হাতে এই আবেদনপত্রটি তার কাছে দিয়ে যান বলে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান। এই আবেদন পাওয়ার পর পুলিশের উর্ধ্বতন মহলের মাধ্যমে বিষয়টি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে জানানো হয়। সংশ্লিষ্টদের মধ্যে এ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। পরবর্তী সময়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপরের নির্দেশ পেয়ে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা পারুল খাতুনকে ডেকে মামলার ফাইনাল রিপোর্ট করতে বলেন। পারুল খাতুন ভোরের কাগজকে বলেন, গতকাল বিকেলেই মামলার ফাইনাল রিপোর্ট আদালতে জমা দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, বাদী মামলা চালাতে ইচ্ছুক নয় এবং ঘটনার কোনো সাক্ষী না পাওয়ায় তিনি ফাইনাল রিপোর্ট দেন। কাননের দায়েরকৃত অভিযোগ সম্পর্কে তিনি বলেন, তার অভিযোগ সত্য কিন্তু সাক্ষী পাওয়া যায়নি।

মামলা প্রত্যাহারের আবেদন, ফাইনাল রিপোর্ট এবং মামলার বাদী কানন সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য আ ফ.ম ইউসুফ হায়দার গতকাল সন্ধ্যায় ভোরের কাগজকে বলেন, আমরা মামলা প্রত্যাহারের জন্য পুলিশকে অনুরোধ করেছি। এ বিষয়ে সরকারের সঙ্গেও আমরা যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছি। তিনি বলেন, মামলার বাদীকে এখনো খুঁজে পাইনি। ভিসির বক্তব্যে জানা যায়, তিনি গতকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত মামলার বাদীকে খুঁজে পাননি। অথচ রমনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বলেছেন, বাদী সকালে নিজে এসে মামলা প্রত্যাহারের আবেদন করেছেন। (যার জিডি নম্বর-৮০৩ তারিখ ১১/৯/০২)।

এদিকে মামলার বাদী মামলা প্রত্যাহারের আবেদনে এবং মামলার অভিযোগে স্ববিরোধী কথা বলেছেন। তাছাড়া তদন্ত কমিশন মামলাটি মিথ্যা হিসেবে প্রদত্ত রিপোর্টে উল্লেখ করেছে। পুলিশের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, বাদী কানন মামলা প্রত্যাহারের [illegible] দনে রুমে ভাঙচুর, হত্যার চেষ্টা, লুট [illegible] কোনো অভিযোগের কথা উল্লেখ না [illegible] বলেছেন, ঘটনার রাতে তিনিসহ অন্য সহপাঠীরা অবরুদ্ধ ছিলেন। নিরাপত্তার কথা চিন্তা করেই শিক্ষক ও পুলিশের পরামর্শেই থানায় অভিযোগ দাখিল করা হয়। পরবর্তী সময়ে বিচার বিভাগীয় তদন্ত রিপোর্টের পর ও বর্তমান প্রেক্ষাপটে তিনি মামলাটি প্রত্যাহারের জন্য আবেদন করে। পুলিশের ঐ কর্মকর্তা বলেন তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে মামলাটি মিথ্যা, পরবর্তী সময়ে প্রত্যাহারের আবেদন এবং মামলার ফাইনাল রিপোর্টই প্রমাণ করে পুরো মামলাটিই ছিল সাজানো এবং হয়রানি ও ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে করা।

ফলে বাদীকে দণ্ডবিধির ২১১ ধারায় অভিযুক্ত করা যায়। এই ধারায় বলা হয়েছে, 'যে ব্যক্তি কোনো ব্যক্তির ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা বা অভিযোগের জন্য কোনো ন্যায্য বা আইনানুগ কারণ নাই বলিয়া জানিয়াও উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো ফৌজদারি মামলা দায়ের করে বা করায়, অথবা কোনো অপরাধ অনুষ্ঠান করিয়াছে বলিয়া মিথ্যাভাবে উক্ত ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করে সেই ব্যক্তি যেকোনো ব[illegible] কারাদণ্ডে যাহার মেয়াদ দুই বছর হইতে পারে বা জরিমানা বা উ[illegible] দণ্ডিত হইবে।'